The Dhaka University Journal of Linguistics: Vol. 3 No. 6 August 2010
Page 145-164 Published on June 2014 by the Registar, Dhaka University
ISSN-2075-3098

বাংলা ভাষার ধ্বন্যাত্মক শব্দ, শব্দদ্বৈত-এর উৎস

ড. তপতী রানী সরকার
প্রভাষক, বাংলা, ইউনিভার্সিটি অব লিবারেল আর্টস, ঢাকা

Abstract

Onomatopoetic & Echo words in Bangali Language Definition of Onomatopoetic & Echo words, examples & meanings. Grammatical items which are usually reduplicated in Bangla. Illustrations of reduplicated words, echo words, repeated words, dependent words, tag words, tanto logous compound. Analysis of those terms. Comparison with other languages. Theory about the reduplication & & echo words. Examples from Sanskrits & English languages. Opinions of the scholars influence of Austric % Dravidian languages.

Key words: Onomatopoetic words, Echo words, Reduplicated words, Repeated words, Dependents words, Tag words, Tauto logous compound words

ধ্বন্যাত্মক শব্দ

বাস্তব ধ্বনির অনুকরণকারী নিছক ধ্বনির দ্যোতক শব্দ অথবা যে শব্দ ধ্বনির দ্যোতক না হয়েও নিজস্ব ধ্বনির সাহায্যে অন্য ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অনুভূতি বা ভাবের ব্যঞ্জনা সৃষ্টি ও বাস্তবের বিশেষ অবস্থার বর্ণনা করে সেই শব্দ হচ্ছে ধ্বন্যাত্মক শব্দ। নিছক ধ্বনির দ্যোতনা বা বাস্তব ধ্বনির অনুকরণের ক্ষেত্রে ধ্বন্যাত্মক শব্দের একক প্রয়োগ অথবা দ্বিত্ব প্রয়োগ ঘটে। যেমন : "ধপাস করে পড়ে যায়"। "মট করে ভেঙে গেল"। "টংটং

করে ঘোড়ার গাড়ি ছুটে চলেছে" । "ঢং ঢং ঘণ্টা বাজে" । এছাড়া কোন অনুভূতি বা ভাব প্রকাশের জন্যও একক অথবা দ্বিরুক্ত ধ্বন্যাত্মক শব্দের ব্যবহার হয় । যেমন : "লোকটি রেগে টং" । এখানে টং শব্দটি বিশেষ মানসিক অবস্থা বা ভাবের দ্যোতক । বুকের ভেতর টিপ্ টিপ্ করছিল । টিপ্ টিপ্ শব্দ এখানে শুধু ধ্বনি দ্যোতক নয়; অনুভূতি বা ভাবেরও দ্যোতক ।

শব্দদ্বৈত

শব্দদ্বৈত হচ্ছে একই শব্দ বা পদের পুনরাবৃত্তি । বিশেষ্য; বিশেষণ; সমাপিকা, অসমাপিকা ক্রিয়া, সব শ্রেণির শব্দ বা পদের পুনরাবৃত্তি হতে পারে । যেমন : ঘরে ঘরে, বড় বড়, ধীরে ধীরে, চলতে চলতে , যেতে যেতে, গেল গেল । দ্বিরুক্ত শব্দ ছাড়াও এক শ্রেণির যুগ্ম শব্দ বা জোড়া শব্দকে শব্দদ্বৈত বলা হয় । যেমন : মাথামুণ্ড, অল্পস্বল্প, ভেবেচিন্তে বলে কয়ে । একটি সার্থক শব্দ বা পদ ও তার অনুকার বা বিকারজাত নিরর্থক শব্দের যোগেও শব্দদ্বৈত হয় । যেমন : বাড়িটারি, ছোটাছুটি, যেতেটেতে, এলটেল, সাদাসিধে । এছাড়া ধ্বন্যাত্মক শব্দদ্বৈত অর্থাৎ দ্বিরুক্ত ধ্বন্যাত্মক শব্দ ও জোড়া ধ্বন্যাত্মক শব্দ আছে । যেমন : টপ্‌টপ্, কট্‌কট্, ঝুপ্‌ঝুপ্, ঘর্‌ঘর্, ছল্‌ছল্, কাচুমাচু, আশপাশ । অনেক ক্ষেত্রে ধ্বন্যাত্মক শব্দের দ্বিরুক্তিতে মধ্যে আ ধ্বনি, অন্তে ই ধ্বনি যুক্ত হয় । যেমন : পটাপট, ঘটাঘট, ঝুম্‌ঝুমি, ধন্‌ধনি, খটখটি, হাড্ডা হাড্ডি, জরাজরি, মাখামাখি, হাসাহাসি, মাঝামাঝি, ভোটাভুটি, কড়াকড়ি ।

বিভিন্ন রূপ শব্দের শব্দদ্বৈত লক্ষিত হয় । যেমন :

দ্বিক্ত শব্দে বা পদে শব্দদ্বৈত : বিশেষ্য বা বিশেষণ পদের পুনরাবৃত্তিতে অনেক ক্ষেত্রে বহু বচনের অর্থ বোঝায় । যেমন : বিশেষ্য—মেঘেমেঘে, তারায় তারায়, ফুলে ফুলে । বিশেষণ—ছোট ছোট, পাকা পাকা, লালা লাল ।

যুগ্ম শব্দে শব্দদ্বৈত : সমার্থক, অনুরূপার্থক শব্দের জোড়ে । যেমন : মানুষজন, ভয়ডর, বিপদ, আপদ, ভাবনাচিন্তা, জাগজপত্র, খেতখামার, শাকসব্জি, ধরপাকড়, ভুলভ্রন্তি, হাঁটাচলা । দুটো ক্রিয়াপদ জুড়ে ক্রিয়া বিশেষ । যেমন : দেখেশুনে, হেসেখেলে, রেখেঢেকে ।

অনুকার বা বিকারজাত শব্দের যোগে শব্দদ্বৈত : চুপচাপ, চোটপাট, অলিগলি, ছিড়েফিরে, টেনে টুনে, রেগেবেগ, লুটপাট, শুনেটুনে, ছাপাটাপা, নেড়েচেরে, লিখলেটিখলে ।

ধ্বন্যাত্মক শব্দে শব্দদ্বৈত। যেমন : ডিমি ডিমি, ডং ডং, ঝর্‌ঝর্‌, ছল্‌ছল্‌, ঝি ঝি, থই থই, কড়কড়, টিপটিপ, চিক্‌চিক্‌, ঝন্‌ঝন্‌ ঝিলিমিলি, কুচকুচে, ঝটপট, ফ্যাটফেটে, ভুস্‌ভুস্‌, বন্‌বন্‌, টন্‌টন্‌, আইটাই, ঘিন্‌ঘিন্‌।

- শব্দদ্বৈতে দুটি শব্দ মিলে একটি শব্দে পরিণত হয় এবং দ্বিতীয় শব্দটির প্রকৃতি অনুসারে নামকরণ করা হয়।
- যখন একই শব্দের পুনরুক্তি দ্বারা দ্বিরুক্ত শব্দ গঠিত হয় তখন তা হয় পুনরুক্ত শব্দ (Repeated word)।— নিজেনিজে, সকালসকাল।
- দ্বিতীয় শব্দটি যখন অর্থহীন এবং প্রথম শব্দটির কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত রূপ, অনেকটা প্রতিধ্বনির মতো তখন সেটি অনুকার শব্দ (Echo word) — বইটই, লুচি মুচি।
- ধ্বনিতে এবং অর্থে যদি দ্বিতীয় শব্দটি প্রথম শব্দটির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত হয় অথচ স্বাধীনভাবে ব্যবহৃত হয় না, প্রথম শব্দটির সঙ্গে সমাসবদ্ধ আকারেই শুধু ব্যবহৃত হয়, তাহলে এই রূপ দ্বিরুক্ত শব্দকে অনুগামী শব্দ (Dependent/Tag word) বলে।
- প্রথম ও দ্বিতীয় উভয় শব্দ সমার্থক ও স্বাধীনভাবে ব্যবহৃত হতে পারা সত্ত্বেও যখন দুটি শব্দ মিলে দ্বিরুক্ত শব্দে পরিণত হয়, তখন তা হয় সমার্থক অনুগামী (Tauto logous compound) শব্দ।

  বাংলা ভাষায় অনুকার বা বিকারজাত শব্দ মূল শব্দের প্রতিধ্বনি স্বরূপ, যা অর্থের সঙ্কোচন প্রসারণ ইত্যাদি পরিবর্তন ঘটায়।

বাংলা ভাষায় ধ্বন্যাত্মক শব্দ ও শব্দদ্বৈত

ধ্বন্যাত্মক শব্দ ও শব্দদ্বৈতের ব্যাপক প্রয়োগ বাংলা ভাষার এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য। যে সমস্ত অনুভূতি হৃদয়গ্রাহ্য হয়ে ও শ্রুতিগ্রাহ্য নয় সেগুলি কাল্পনিক শ্রুতিগ্রাহ্য ধ্বনির সাহায্যে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য করে তোলা হয় ধ্বন্যাত্মক শব্দের প্রয়োগের মাধ্যমে। শ্রুতিগ্রাহ্য অনুভূতি বা স্বাভাবিক ধ্বনির অনুকৃতি সহজ। হৃদয়গ্রাহ্য বা মানসিক অনুভূতি প্রকাশের বিভিন্ন উপায়ের মধ্যে ধ্বন্যাত্মক ভাব প্রকাশের ক্ষেত্রে কোন অনুভূতিকে ধ্বনি হিসেবে ধরে তার অনুকৃতিস্বরূপ ধ্বনিকে অন্যের শ্রুতিগ্রাহ্য করার রীতি আমাদের বাংলা ভাষায় আছে। বাংলা ভাষায় ধ্বন্যাত্মক শব্দ (Onomatopoetic word) ও শব্দদ্বৈত (Echo/Reduplication of word)-এর যে বৈচিত্র্য ও প্রাচুর্য, সংস্কৃত ভাষায় তা

নেই। ধ্বনির অনুকরণে ধ্বনির বর্ণনা ইংরেজি ভাষায় থাকলেও বাংলা ভাষার সঙ্গে তুলনায় তা খুবই অল্প। এই শ্রেণির দ্বিরুক্তির রীতি অন্যান্য আধুনিক ভারতীয় আর্য ভাষার একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলেও বাংলা ভাষায়ই এই বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়।

কোন কোন ভাষাবিজ্ঞানী ভাষার উদ্ভব সম্পর্কিত মতবাদে ধ্বন্যাত্মক শব্দকেই আদি রূপ বলে উল্লেখ করেছেন। প্রাচীন সংস্কৃত ভাষায়ও বেশ কিছু ধ্বন্যাত্মক পূর্ণ শব্দ গৃহীত হয়েছিল। যেমন : মর্মর, চঞ্চল, ঝঙ্কার, টঙ্কার, ঘণ্টা, বর্বর, কর্কশ, কাকা। ইংরেজি ভাষায়ও ধ্বন্যাত্মক শব্দের ব্যবহার আছে। যেমন : hissing, whispering, dazzling, zigzag ইত্যাদি। বাংলায় ব্যবহৃত এ জাতীয় শব্দের সংখ্যা পরিমাণগতভাবে অনেক বেশি। ভাষার উৎপত্তি বিষয়ক তত্ত্বের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ধ্বন্যাত্মক শব্দের আলোচনায় এই শব্দের অপরিহার্য ভাববাচকতার দিক উল্লেখ করেছেন (১৯৭৩:৪৪৫)। বাংলা ভাষার ধ্বন্যাত্মক শব্দের আলোচনায় নকুলেশ্বর বিদ্যাভূষণ ধ্বন্যাত্মক শব্দের অপরিহার্য ভাববাচকতার দিক উল্লেখ করেন (১৯৩৫:১০৯-১১৩)। বাংলা ভাষায় ধ্বন্যাত্মক শব্দের ব্যবহার সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রথম ধ্বন্যাত্মক শব্দ ও শব্দদ্বৈতের মনস্তাত্ত্বিক ও দার্শনিক বিশ্লেষণ করে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে পর্যালোচনা করেন তাঁর শব্দদ্বৈত, 'ধ্বন্যাত্মক শব্দ', 'ভাষার ইঙ্গিত' নামক প্রবন্ধে (১৩৯১:৭৫-৮৮, ১২৩-১২৫)। এ বিষয়ে আরও বিস্তৃত আলোচনা করেন রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী তাঁর 'শব্দকথা' গ্রন্থের 'ধ্বনি বিচার' প্রবন্ধে। ধ্বন্যাত্মক শব্দগুলি অর্থহীন ধ্বনি সমষ্টি মনে হলেও সেটি খেয়াল খুশি অনুযায়ী সৃষ্টি হয়নি, তিনি অনেক দৃষ্টান্তের মাধ্যমে তা বোঝাতে চেয়েছেন। বিভিন্ন শব্দে বিভিন্ন প্রতীক ক্রমিক বিবর্তনের মাধ্যমে কিভাবে বাংলা ধ্বন্যাত্মক শব্দে এসেছে তার বিশ্লেষণ করেছেন (১৩৭১:২৪-২৮৫)। তাঁর অভিমত হচ্ছে : প্রত্যেক ধ্বনির একটা নৈসর্গিক তৎপরতা আছে। এই তৎপরতা প্রত্যেক ধ্বনির উৎপাদক বস্তুর স্বাভাবিক গুণে প্রতিষ্ঠিত। কঠিন দ্রব্যের আঘাতে ট বর্গের ধ্বনি জন্মে; কোমল দ্রব্যের আঘাতের সঙ্গে ত বর্গের ধ্বনির সম্পর্ক। ফাঁপা জিনিসের ভেতর হতে বায়ু নিঃসরণে প বর্গের ধ্বনির উদ্ভব হয়। প্রত্যেক ধ্বনি স্বভাবত কাঠিন্য, তারল্য, কোমলতা, শূন্যতা প্রভৃতি এক একটি বস্তু ধর্মের সম্পর্ক রাখে এবং প্রত্যেক ধ্বনি শ্রুতিগত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ওই ধ্বনি স্মরণ করায় বা ধ্বনির ব্যঞ্জনা দান করে। প্রত্যেক বর্গের অন্তর্গত ধ্বনিগুলির এই রূপ এক একটা স্বাভাবিক ব্যঞ্জনা আছে। প্রত্যেক বর্গের ধ্বনির মধ্যে অল্পপ্রণিতা বা মহাপ্রাণতা, ঘোষবত্তা বা ঘোষহীনতা ভেদে সেই তাৎপর্যের ইতর-বিশেষ হয়ে থাকে (ঐ)। মুহম্মদ এনামুল হক মত প্রকাশ করেছেন যে—বাংলা ভাষায় দ্বিরুক্তি এতই

ব্যাপক যে বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম, ক্রিয়া প্রভৃতি সব রকম শব্দ বা পদের ও ধ্বনির দ্বিরুক্তি বা দ্বিরাবৃত্তি ঘটে (১৯৯৩:৩৩৮-৩৩৯)। একই শব্দ অথবা সমার্থক শব্দ অপবর্তিত বা সামান্য পরিবর্তিত রূপে পুনরাবৃত করার রীতি বাংলা ভাষার এক বিশেষ লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। অস্ট্রিক ও দ্রাবিড় গোষ্ঠীর ভাষায়ও ধ্বন্যাত্মক শব্দ ও শব্দদ্বৈতের প্রাচুর্য লক্ষিত হয়। ধ্বন্যাত্মক শব্দ ও শব্দদ্বৈতের উৎস বাংলা ভাষার ধ্বন্যাত্মক শব্দের উৎস উদ্‌ঘাটনে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় অস্ট্রিক ও দ্রাবিড় গোষ্ঠীর ভাষার প্রভাব লক্ষ করেছেন। ধ্বন্যাত্মক শব্দের প্রয়োগ দ্রাবিড় গোষ্ঠীর ভাষার বৈশিষ্ট্য। অস্ট্রিক গোষ্ঠীর কোল ভাষায় প্রচুর ধ্বন্যাত্মক শব্দ আছে; এদিক থেকে বাংলা ভাষায় কোল ভাষার প্রভাব থাকা অসম্ভব নয় সেই সঙ্গে বাংলা বা শব্দদ্বৈত বা পুনরাবৃত বা অনুকৃত শব্দের সঙ্গেও দ্রাবিড় ভাষার সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়। ধ্বন্যাত্মক শব্দ সম্পর্কে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেন :

"Onomatotoetic formations of a lavish scale are a characteristic of both NIA. and Dravidian."

"Vedic is remarkable poor in onmatopoetics, as we come down to MIA., and NIA., the number and force of onomatopoetics is on the increase."

"Onomatopoetics words and jingles, however are characteristic of Kol as well."...

It may be that in this matter there is also Kol influence on Aryan." (1986:1:175)

পুনরাবৃত বা অনৃকৃত শব্দ (echo word) সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য হচ্ছে :

"This is found in Modern Indo-Aryan and in Dravidian...In the formation of these 'echo word', Bengali takes ট << t- >>, and retains the vowel of the original word;... and the Dravidian Languages substitute the syllable << ki-, gi- >> for the initial one of the original word." (1986:1:176)

তিনি ধ্বন্যাত্মক শব্দের অধিকাংশ দেশি শব্দ বলে উল্লেখ করেছেন। কারণ—

"Most NIA. onomatopoetic forms go back to MIA., they are of indigeneous development, and as a rule they can not be traced to OIA." (1986:1:371)

It is evident that in the early stages of IA., Onomatopoetics were not so common. Compared with the Vedic, the MIA. dialacts are specially rich in Onomatopoetics" (1986:2:889)

বৈদিক ভাষায় ধ্বনির ঝংকার সৃষ্টির জন্য ধাতুর দ্বিরুক্তি লক্ষিত হলেও তা যথার্থভাবে ধ্বন্যাত্মক শব্দের রূপ লাভ করেনি। প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষায় নামপদ হিসেবে ধ্বন্যাত্মক শব্দের অস্তিত্ব লক্ষিত হয়েছে কোথাও কোথাও। মধ্যভারতীয় আর্য ভাষায় ধ্বন্যাত্মক শব্দ ধাতু রূপে ব্যবহৃত হয় (Chatterji; 1986:2:490)। অর্থগত দিক থেকে ধ্বন্যাত্মক শব্দ ধ্বনিদ্যোতক ও ভাবদ্যোতক (চট্টোপাধ্যায়; ১৯৬৮:২২৭-২২৮)। ধ্বন্যাত্মক শব্দ বিশেষ্য ও সাধারণ ক্রিয়া-বিশেষণ রূপে ব্যবহার এবং বাক্যে বিশেষ বিশেষ অর্থে নাম বিশেষণ, কখনো কখনো বিশেষ্য রূপে প্রযুক্ত হতে পারে। সুনীতি-কুমার চট্টোপাধ্যায় এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন (১৯৬৮:২৩৩)।

ধ্বন্যাত্মক শব্দের উৎসগত পরিচয় সম্পর্কে তাঁর সিদ্ধান্ত হচ্ছে :

ধ্বন্যাত্মক শব্দের মাধ্যমে বিভিন্ন অনুভূতি প্রকাশের সংস্কৃত ও আর্যভাষার শক্তি নেই। বাংলা ভাষায় অনুকার শব্দের এই অদ্ভুত শক্তি এসেছে এদেশের অনার্য ভাষাগুলি থেকে (১৯৭৫:৬১)। দ্বিরুক্ত ধ্বন্যাত্মক শব্দগুলি অনুসর্গ ছাড়াই ক্রিয়ার ভাব বোঝাতে ক্রিয়া বিশেষণ রূপে বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত হয়। যেমন : চক্‌চক্ করে, কন্‌কনাইয়া <কন্‌ক'নিয়ে উঠে। এই শব্দদ্বৈত (reduplicated) অথবা একক ধ্বন্যাত্মক শব্দ এবং কর ক্রিয়ারূপগত দিক থেকে যৌগিক ক্রিয়ার (Compound verb) মতো। পদ বা শব্দের স্বরধ্বনির পরিবর্তন করে একই ব্যঞ্জনগুচ্ছের অনেক প্রকার রূপগঠন এবং তার সাহায্যে অর্থগত বৈচিত্র্য সৃষ্টি করা যায়। যেমন : টক্‌টক্, টিক্‌টিক্, টুক্‌টুক্, ট্যাক্‌ট্যাক্, টিক্‌টাক্, টুক্‌টাক্, টকাটক্ ইত্যাদি (Chatterji 1986:2:890)।

বাংলা ভাষায় মুণ্ডা প্রভাব ও সাদৃশ্যের (affinity) আলোচনায় শব্দদ্বৈত সম্পর্কে মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ বলেন : অলিগলি, আবোলতাবোল, এবুড়ো থেবুড়ো, আশেপাশে, গোলমাল, ধূমধাম, রকমসকম, হৈ চৈ। প্রাচীন বাংলাতেও অনুরূপ শব্দের অস্তিত্ব ছিল, যেমন : আলজালা (তুচ্ছ), উঞ্চলপাঞ্চল (ছট্‌ফট্ করা), একুবাকু (আঁকাবাঁকা)। সাঁওতালি ও

অন্যান্য মুণ্ডা ভাষায় শব্দদ্বৈতের ব্যবহার যথেষ্ট দেখা যায়। যেমন : সাঁওতালি অচেলপচেল (ধনদৌলত), অচিরপচির (ঘরবাড়ি), আড়ইবাড়ই (উদ্ধত), অধাপধা (অসমাপ্ত), অগরডিগর (লঙ্ঘন করা), অহিবহি (ব্যস্ত), অকবকা (দুর্দশাগ্রস্থ), অম্পওম্পো (তাড়াতাড়ি), অন্‌ধেমন্‌ধে (লক্ষ্যহীনভাবে) ইত্যাদি (1931;719-720, ১৯৮১:৬০)। বাংলায় ধ্বন্যাত্মক বা জোড়াশব্দ (শব্দদ্বৈত) ব্যবহারের রীতির মূলে অস্ট্রিক উপাদান আছে উল্লেখ করে কৃষ্ণপদ গোস্বামী বলেন : গ্রামের নামে জোড়া শব্দ পাওয়া যায় এবং বাংলায় প্রতিধ্বনি বা অনুকার শব্দ (Echo words) ব্যবহারের রীতি আছে। যেমন : ঘোড়া-টোড়া, জলটল, দুধটুদ, বইটই প্রভৃতি। দ্রাবিড় ভাষাগুলিতেও অনুরূপ প্রয়োগ দেখা যায় (১৯৭৩:২৭৪)।

বাংলা ভাষায় প্রচলিত শব্দদ্বৈত ও ধ্বন্যাত্মক শব্দের উপর গুরুত্ব আরোপ করে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেন :

"বাংলায় শব্দদ্বৈতের প্রাদুর্ভাব যত বেশী, অন্য আর্যভাষায় তত নহে। বাংলা শব্দদ্বৈতের বিধিও বিচিত্র; অধিকাংশ স্থলেই সংস্কৃত ভাষায় তাহার তুলনা পাওয়া যায় না।" (১৩৯১:৭৫)। "বাংলা ভাষায় বর্ণনাসূচক বিশেষ এক শ্রেণির শব্দ বিশেষণ ও ক্রিয়ার বিশেষণ রূপে বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হয়ে থাকে, তাহারা অভিধানের মধ্যে স্থান পায় নাই অথচ সে-সকল শব্দ ভাষা হইতে বাদ দিলে বঙ্গভাষার বর্ণনা শক্তি নিতান্তই পঙ্গু হইয়া পড়ে।" (১৩৯১:৭৯)

অনুকার বা ধ্বন্যাত্মক শব্দের প্রয়োগে বিভিন্ন অনুভূতির অভিব্যক্তি বা প্রকাশ বাংলা ভাষার একটি বিস্ময়কর বিশেষত্ব বলে তিনি উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে যে সকল অনুভূতি শ্রুতিগ্রাহ্য নয় তাকেও ধ্বন্যাত্মক শব্দে ধ্বনি রূপে বর্ণনা করা হয়। বাংলা ভাষায় ধ্বন্যাত্মক শব্দ ও শব্দদ্বৈতের বিচিত্র রীতি নীতি লক্ষ করে তিনি অনেক দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করেছেন। ভাববোধক বা ক্রিয়াবোধক হলে ধ্বন্যাত্মক শব্দের দ্বিত্ব হয়। যেমন : কটকট, ঝরঝর। কোনো কোনো শব্দের সাহায্যে কোনো দর্শনীয় বস্তু বা ভাবের বোধ জন্মে। যেমন : ধ্বধবে, চনচনে। বিভিন্ন ভাববোধক ধ্বন্যাত্মক শব্দ ও শব্দদ্বৈতের ব্যবহার আছে বাংলা ভাষায়। যেমন :

পরস্পর সংযোগবাচক শব্দ — চোখে চোখে, মানুষে মানুষে।

পুনরাবৃত্তিবাচকশব্দ — মধ্যে মধ্যে, কথায় কথায়।

নিয়তবর্তিতাবাচকশব্দ — ভিতরে ভিতরে, সঙ্গে সঙ্গে।

দীর্ঘকালীনতাবাচকশব্দ — হাসিতে হাসিতে, চলিতে চলিতে।

বিভক্তবহুলতাবাচকশব্দ — যারা যারা, টুক্‌রা টুক্‌রা।

প্রকর্ষবাচক শব্দ — টাট্‌কা টাট্‌কা, গরম গরম।

দ্বিধা, মৃদুতা, অসম্পূর্ণতা ভাবব্যঞ্জক শব্দ—যাব যাব, উঠিউঠি। অসম্পূর্ণবাচক শব্দদ্বৈত—ঘোড়া ঘোড়া (খেলা), চোর চোর (খেলা), বিকৃত শব্দদ্বৈত—ঘোড়া-টোড়া, দেশ-টেশ। বাংলা ভাষার রীতি প্রায় ক্ষেত্রে 'ট' দিয়ে অনুকার করা।

প্রভৃতিবাচক শব্দ—বোঁচকা-বুচকি, গোলাগুলি। কিন্তু পূর্বোক্ত শ্রেণির অপেক্ষা নির্দিষ্টতর (ঠাকুর; ১৩৯১:৭৫-৮৮, ১২২-১৩৬)। রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টান্তের বাইরেও আরো অনেক শব্দদ্বৈত ও ধ্বন্যাত্মক শব্দ বাংলাভাষায় আছে।

প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষার সাহিত্যে ধ্বন্যাত্মক শব্দ ও অনুকার শব্দের প্রয়োগ খুবই অল্প। হুইটনি সংস্কৃত ব্যাকরণে ঋকবেদ, অথর্ববেদ, বাজসনেয়ী সংহিতা, তৈত্তরীয় সংহিতা, মৈত্রায়নী সংহিতা, ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, পঞ্চবিংশতি ব্রাহ্মণ, কম্বক প্রভৃতি বৈদিক গ্রন্থে ব্যবহৃত ধ্বন্যাত্মক শব্দের ('reduplicative onomatopoetic compounds') উল্লেখ করেন (1955:401)। ধ্বনিমূলক ধ্বন্যাত্মক শব্দও যে প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষায় ছিল তার নিদর্শন তিনি ঋকবেদ, অথর্ববেদ, পঞ্চবিংশতি ব্রাহ্মণ থেকে দেখিয়েছেন তাঁর সংস্কৃত ব্যাকরণের Voice gesture [ধ্বনিভঙ্গি] পরিচ্ছেদে (1955:417)। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষায় দুই রকম ধ্বন্যাত্মক শব্দের অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ করেছেন :

"We have onomatopoetics of two type in the speech of Ancient India (Vedic, Skt., and the pkts.): simple, like the Sanskrit nouns <<jhanj-kāra, guñj-aṇa, kūj-aṇa>>, pkt. verbs <<jhaṇjkārei, Jguñjaï, kūjaï>>; and reduplicated, like Late Skt. <<Khaṭ-khaṭāyaṃāna, maḍa maḍayitā, phaṛphaṛāyaṭē>>, etc., Pali <<haḷaḥaḷā, kinikināyati, caṗucaṗu>> etc., and Prakrit <<caḍapaḍanta, cuhūcuhū, thaṛaḥaṛa->>, etc." (1986:2889-890).

সংস্কৃতে ধ্বন্যাত্মক শব্দগুলি নামধাতু (denominative) রূপে ব্যবহৃত হয়, কিন্তু ধাতু হিসেবে মধ্য ভারতীয় আর্যভাষায় সরাসরি ব্যবহার তিনি লক্ষ করেছেন :

"It would be seen that in Sanskrit the onomatopoetics are treated as denominatives in <<-āyą->>, but in MIA., we have the direct use of the stem as root". (Ibid : 890)।

বৈদিক ভাষায় ধ্বনির অনুকার সৃষ্টিতে ধাতুর পুনরাবৃত্তির সামান্য কিছু দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

"The older language has a number of (mostly) reduplicative onomotopoetic compounds with roots kr and bhū, the prefixed element ending in ā or ī" (Whitney : 1955 : 401)।

কৃ ধাতুর সঙ্গে অনুকৃত শব্দকে মিলিয়ে ভাবানুকরণের প্রয়াস বৈদিক ভাষায় লক্ষিত হয়েছে।

পাণিনি (আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ-পঞ্চম শতাব্দী) তাঁর অষ্টাধ্যায়ীতে ধ্বন্যাত্মক শব্দকে 'অব্যক্তানুকরণ' নামে উল্লেখ করে এর উদাহরণ হিসেবে পতপত (pata-pata), খটখট (khąta- khata), মর্মর (mara-mara) প্রভৃতি শব্দের কথা বলেছেন। তিনি অজৈব বস্তুধ্বনির অনুকরণকে 'অব্যক্তানুকরণ' হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। যাস্কের মত পাখির ডাক প্রভৃতি জৈব ধ্বনির অনুকরণে সৃষ্ট ধ্বন্যাত্মক শব্দ তাঁর লক্ষ ছিল না।

পাণিনি, পতঞ্জলি ব্যাকরণের আলোচনায় ধ্বন্যাত্মক শব্দকে এড়িয়ে না গেলেও ব্যাকরণে স্বীকৃতি দান করেননি। প্রাচীন ব্যাকরণকারদের কঠোর বিধিনিষেধ এড়িয়ে অস্ট্রিক ও দ্রাবিড় ভাষার প্রভাব বা সাদৃশ্যে উদ্ভূত ধ্বন্যাত্মক ও অনুকৃত শব্দ (echo word) প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষায় অনুপ্রবেশ সহজ ছিল না। তাই বৈদিক ও ধ্রুপদী সংস্কৃত সাহিত্যে ধ্বন্যাত্মক শব্দের অনুসন্ধানে বিজয়চন্দ্র মজুমদার হতাশ হয়েছেন। মহাভারতে 'কোলাহল', 'কিলকিলা' প্রভৃতি অল্প কিছু ধ্বন্যাত্মক শব্দ পান। রামায়ণে 'হলহলা', 'গদগদ', 'হাম্বা', অরণ্য কাণ্ডে (২৩তম অধ্যায়) পাখির ডাকের স্বতন্ত্র ব্যবহার Chīchīkuchītią vāśyănto babhūbustatra Sārikā হরিবংশে chīchīkū ধ্বন্যাত্মক শব্দটির প্রয়োগের উল্লেখ করেন (1927:162)। 'হরিবংশ' ও 'রাজতরঙ্গিণী'তে 'হাম্বা' শব্দের প্রয়োগ বারবার লক্ষিত হয়। শব্দটির ক্রিয়ারূপ দেওয়া হয়েছে : 'হাম্বায়তে', 'হাম্বায়মান'। Kuiper-এর মতে 'হাম্বা' শব্দটি অনার্যভাষাগোষ্ঠীর ভাষা থেকে সংস্কৃতে গৃহীত হয়েছে (1948:127-128)। সংস্কৃত সাহিত্যিকদের দেশি শব্দ বর্জনের মাত্রা বিস্ময়কর পর্যায়ে পৌঁছেছিল ৫ম শতকে। কালিদাস ও ভারবির

(আনুমানিক ৫ম শতক) নাটকে ব্যবহৃত প্রাকৃত সংলাপেও দেশি শব্দ বর্জিত হয়েছে। তবু ঝংকার, মর্‌মর্‌, পটপট ধ্বন্যাত্মক শব্দ সাহিত্যে ঢুকে গেছে (Mazumder : 1927:163)। সংস্কৃতের তুলনায় পালি ভাষায় ধ্বন্যাত্মক শব্দের অপেক্ষাকৃত প্রাচুর্য লক্ষিত হয়। এসব ধ্বন্যাত্মক শব্দেরই কোনো কোনোটি আধুনিক বাংলায় এসেছে বিবর্তিত হয়ে। যেমন : ভর্‌ভর্‌, সর্‌সর্‌, চিন্‌চিটায়তি, গড়্‌গড়ায়তি, বিড়্‌বিড়িকা, তিনতিনায়তি, তটতটায়তি। বাংলা ভাষায় ধ্বনির অনুকরণে উদ্ভূত শব্দের বিভিন্ন অনুভূতি ও ভাবপ্রকাশের যে অদ্ভূত শক্তি সেটা এদেশের অনার্যভাষী জনগোষ্ঠীর ভাষা থেকে প্রাপ্ত বলে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর মত প্রকাশ করেছেন। তাই পালি ভাষায় ধ্বন্যাত্মক শব্দের প্রাচুর্য স্বাভাবিক। কেননা পরেশচন্দ্র মজুমদার বলেন : "পালি ভাষায়ও দ্রাবিড় শব্দের সংখ্যা অনেক পরিমাণে বেড়ে গেছে আরও আশ্চর্য, মহাকাব্যদ্বয়ে যে দ্রাবিড় শব্দগুলি হয়েছে প্রথম ব্যবহৃত, তার অধিকাংশ পালি সাহিত্যেও প্রথম আবির্ভূত হয়েছে । সুতরাং ৫০০-৩০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের মধ্যে এগুলির অনুপ্রবেশ ঘটেছে নিশ্চয়। পরবর্তী যুগের সংস্কৃত রচনায় আবার এই প্রভাব স্তিমিত হয়ে পড়েছে। সুতরাং অনুমান করা যায়, দ্রাবিড় শব্দাবলীর ঋণগ্রহণ খ্রিস্টাব্দ শুরু হওয়ার পূর্বেই সম্পন্ন হয়েছে। প্রাকৃত যুগেও নতুন করে দ্রাবিড় শব্দের আগমন লক্ষিত হলেও তা' অপ্রচুর" (১৯৯৪:২০৮)। তিনি এমন কিছু ধ্বন্যাত্মক শব্দের উল্লেখ করেছেন যেগুলি ব্যাপক ভাবে সংস্কৃতে ব্যবহৃত হলেও সংস্কৃতের নিজস্ব সম্পদ নয়; বিভিন্ন উৎস থেকে আগত। শব্দগুলি হচ্ছে : ঢক্কা, টঙ্কার, ঝর্ঝর, ঝল্লরী (বাদ্যযন্ত্র বিশেষ), ঝগঝগায়তে, ঝঙ্কার, ঝঞ্ঝা ইত্যাদি (১৯৯৪:২১৫)। বাংলা ও সংস্কৃতে প্রচলিত এমন কিছু ধ্বন্যাত্মক শব্দের কথা Kuiper বলেছেন যা সংস্কৃতের নিজস্ব শব্দ নয়। শব্দগুলি হচ্ছে : ধূমধাম, ঝটপটানো, ডামাডোল, থলথল, গণ্ডগোল, কোলাহল>কলহ, ফাঁপর, ডোম্বা>ডুম্বা> ডোম (১৯৪৮:১৮); (ডোমদের বাজানো ঢোলের শব্দের (dodom dodom) অনুকরণে ডোমদের নাম 'ডোম্ব' হয়েছে)। মহাকাব্য [রামায়ণ মহাভারত] ও ধ্রুপদী সংস্কৃত সাহিত্যে ব্যবহৃত বুডবুডি (buda buda) শব্দের উল্লেখ করে তিনি বলেন :

"Skr. [Sanskrit] buda buda- an ~Onomotopoetic" word, of a vessel sinking down in water (Hem.par 12,91) may belong to bud-"to sinkdown". (Ibid:107).

বাণভট্ট, ভবভূতি ও শূদ্রকের পর থেকে সংস্কৃতে ও প্রাকৃত সাহিত্যে দেশি শব্দের আধিপত্য শুরু হয়, ধ্বন্যাত্মক শব্দগুলির ক্রিয়ারূপ ভাষার মধ্যে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে আরম্ভ করে। চট্‌, সাঁ, টকটক, থরথর, ছটফট, হিজিবিজি ইত্যাদি অনুকারশব্দকে

সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় দেশি শব্দের পর্যায়ে ধরেছেন (১৩৬২:৫৫)। দ্বাদশ শতাব্দীতে সংকলিত হেমচন্দ্রের 'দেশী নামমালা'য় দেশি শব্দের তালিকায় এমন অনেক দেশি শব্দ পাওয়া যায়, যার প্রচলন বাংলায় দৃষ্ট হয়। এই প্রকার কিছু ধ্বন্যাত্মক শব্দ উদ্ধৃত হলো :

	সংস্কৃত অর্থ	বাংলায় প্রয়োগ
প্রাচীন দেশি শব্দ		
কোলাহল	খগরূত (প্রাচীন অর্থ)	কোলাহল (অর্বাচীন সংস্কৃত)
গড়য়তি	বজ্রনির্ঘোষ	গড়গড়, খড়খড় ইত্যাদি
ঝরই	ক্ষরতি	ঝরা, ঝরনা প্রভৃতি ও ঝঝর শব্দ
তড়ফড়িঅ	পরিতশ্চলিতং	ধড়ফড়
বড়বড়ই	বিলপতি	বড় বড়, বিড় বিড়
বুক্কই-	গর্জতি	কুকুরের ডাকা হিন্দিতে 'ভুকনা' ব্যবহৃত। বাংলায় 'বুকনি', 'ভুকুনি' ব্যবহার আছে। ইংরেজিতে Bow-wow
হন	দূর হন্‌হন্ করে যাওয়ায়	ওই হন্ রয়ে যাওয়া সম্ভব।

প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষার লিখিত সাহিত্যে দেশি ধ্বন্যাত্মক, অনুকার (অনুকৃত) শব্দের প্রবেশ নিষিদ্ধ হলেও আর্য জনগোষ্ঠীর মৌখিক ভাষার প্রভাবে বৈয়াকরণদের ধাতুপ্রত্যয়ের কঠোর বিধিনিষেধ এড়িয়ে কিছু সংখ্যক ধ্বন্যাত্মক, অনুকৃত দেশি শব্দের অনুপ্রবেশ ঘটেছিল। তাই বিজয়চন্দ্র মজুমদার বলেছেন :

"যদিও প্রাচীনকালে আর্য্য সাহিত্যে অপভাষা এবং দেশী ভাষা ব্যবহৃত হইত না, তবুও আর্য্যরা ঐ সকল ভাষার শব্দ গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং প্রচলিত কথাবার্তায় ব্যবহার করিতেন" (১৩১১-১২)।

তবে প্রাচীন ও মধ্যভারতীয় আর্য ভাষায় ভাববাচক ধ্বন্যাত্মক শব্দ নেই। নব্য ভারতীয় আর্য ভাষার প্রথমস্তরে খুব অল্পসংখ্যক এ জাতীয় শব্দ পাওয়া যায়। আধুনিক বাংলা সাহিত্যে ভাববাচক ধ্বন্যাত্মক ও অনুকৃত (echo word) শব্দের বিচিত্র ভাবদ্যোতক শক্তির পূর্বাভাষ প্রাচীন ও মধ্যভারতীয় আর্যভাষায় না থাকায় সুনীতিকুমার

চট্টোপাধ্যায়ের এই মন্তব্য "সংস্কৃত ও আর্য ভাষায় এই শক্তি (ধ্বন্যাত্মক শব্দের মাধ্যমে ভাব প্রকাশ) নেই।" (১৯৭৫:৬১) যথার্থ।

বাংলা ভাষায় দ্বিরুক্তি এতই ব্যাপক যে, বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম, ক্রিয়া, অব্যয় প্রভৃতি সর্বপ্রকার শব্দ ও পদের এবং ধ্বনির দ্বিরুক্তি বা দ্বিরাবৃত্তি ঘটে থাকে। প্রকৃতপক্ষে, এই শ্রেণির দ্বিরুক্তির রীতি বাংলা ও অন্যান্য আধুনিক ভারতীয় আর্য ভাষার বিশেষ উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলেও বাংলা ভাষা এদিক দিয়ে অত্যধিক অগ্রগামী বলে মনে হয় (হক; ১৯৯৩ : ৩৩৮-৩৯)। এনামুল হক বাংলা ভাষায় ধ্বন্যাত্মক শব্দের বহুল প্রয়োগকে একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য মনে করেছেন। এই জাতীয় ধ্বন্যাত্মক শব্দের একটি অদ্ভূত বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, যে সমস্ত অনুভূতি হৃদয়গ্রাহ্য হয়েও শ্রুতিগ্রাহ্য নয়, সেগুলিকে এই শব্দমালা কাল্পনিক শ্রুতিগ্রাহ্য ধ্বনির সাহায্যে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য করে তোলার প্রয়াস পায় ছটফট, ছলছল শব্দ দুটি কোনো ধ্বনি বা আওয়াজের অনুকৃতি নয়, এগুলি যন্ত্রণা ও বেদনার কাল্পনিক ধ্বনি। শ্রুতিগ্রাহ্য অনুভূতি অর্থাৎ স্বাভাবিক ধ্বনির অনুকৃতি সহজ। এছাড়া অন্যান্য ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিশেষ করে হৃদয়গ্রাহ্য বা মানসিক অনুভূতি প্রকাশের নানা উপায়ের মধ্যে ধ্বন্যাত্মক ভাবপ্রকাশের উপায়ও একটি। এই জাতীয় অনুভূতিকে ধ্বনিরূপে ধরে নিয়ে, তার অনুকৃতিস্বরূপ ধ্বনিকে অন্যের শ্রুতিগ্রাহ্য করে তোলার রীতি বাংলা ভাষায় আছে (১৯৯৩:৩৫২-৫৩)।

সাঁওতালি ভাষায় ক্রিয়ার বিশেষণ রূপে ধ্বন্যাত্মক বা অনুকৃত দ্বিরুক্ত শব্দ ও শব্দদ্বৈতের প্রয়োগ লক্ষিত হয়। 'রে', 'তে', 'গে' প্রভৃতি প্রত্যয় যোগে প্রায় শব্দই ক্রিয়ার বিশেষণ রূপে ব্যবহৃত হয়। যেমন :

Ghir hir senoḱ mem = তাড়াতাড়ি যেতে থাক।

Bąi bąite kąmime = আস্তে আস্তে কাজ কর।

Sąmąn sec cąląḱ cąląte hąso kediną = সামনের দিকে চলতে চলতে ব্যথা পেলাম।

Are ąrete cąląk me = (রাস্তার) এক পাশ দিয়ে যেতে থাক।

Ere ere khapariyau = মিছে মিছি ঝগড়া।

Jayyug = চিরকাল, সর্বদা।

Ursin barsin = কিছুদিন।

Serma serma = প্রতিবছর।

Adighaṛi অথবা Arighaṛi = অনেকক্ষণ (মিত্র; ১৯৮৫:৬৪-৬৫)।

এছাড়া রূপান্তরশীল ধাতুর পরে যুক্ত প্রত্যয়ের দ্বিরুক্তি বা দ্বিত্ব ব্যবহার ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য গঠনের এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য। এই দ্বিত্ব প্রত্যয়ান্ত ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য আবার ভাববাচ্যে ক্রিয়াপদ রূপেও সাঁওতালি ভাষায় ব্যবহৃত হয়। শব্দগুলির গঠন হচ্ছে :

Si + ok + ok = Siogok = চাষ, কর্ষণ।

Da + ok + ok = Dalogok = মারা

Sap + ok + ok = Sabogok = ধরা

Ut + ok + ok = Uogok = গেলা (Swallow)

Halan + ok + ok = Halanogok = সংগ্রহ (কুড়িয়ে নেয়া)

La – ak + ak = Laṛak = মাটি খোঁড়া।

Ñyu + uk + uk = Ñyuguk = পান করা (ঐ : ৪৪-৪৫)।

বাংলায় অবস্থা ভেদে ধ্বন্যাত্মক শব্দ বিশেষ্য, ক্রিয়াবিশেষণ রূপেও ব্যবহৃত হয় শুধু ক্রিয়াবিশেষণ ও অব্যয় হিসেবে নয়। কবিতার ক্ষেত্রে ধ্বন্যাত্মক শব্দের বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা আছে। ধ্বন্যাত্মক শব্দে মানসিকভাবেই নিয়মিত বিরতিযুক্ত ধ্বনিস্পন্দনের মধ্য দিয়ে সুসংহত রূপ লাভ করে। কবিতার ক্ষেত্রে ধ্বন্যাত্মক শব্দের এই বৈশিষ্ট্যের ব্যবহারিক উপযোগিতা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেন :

"গদ্য জ্ঞান লইয়া এবং পদ্য অনুভাব লইয়া বিশুদ্ধ জ্ঞান অর্থের সাহায্যে পরিস্ফুট হয়; কিন্তু অনুভাব কেবল মাত্র অর্থের দ্বারা ব্যক্ত হয় না, তাহার জন্য ছন্দের ধ্বনি চাই, সেই ধ্বনি অনির্বচনীয়কে সংকেতে প্রকাশ করে।" (১৩৯১:৮৭)

ধ্বন্যাত্মক শব্দের আশ্চর্য শক্তিটি রবীন্দ্রনাথ শুধু অনুভব করেননি; মুক্তভাবে সঙ্গীতে, কাব্যে প্রয়োগ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের গানে ধ্বনি অনুকার শব্দ বিপুল ভাবে প্রযুক্ত। সুরের প্যাটার্ন এদের নিয়ন্ত্রণ করছে বলে ধ্বনি ও মিলের মধ্যে জন্ম নিয়েছে সুরধর্ম।

একক নামবাচক ধ্বন্যাত্মক শব্দ, দ্বিরুক্ত (duplicated) নামবাচক ধ্বন্যাত্মক শব্দ, দ্বিরুক্ত ধ্বন্যাত্মক ধাতু (Root Repeated)-র দৃষ্টান্তসহ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

আলোচনা করেছেন (১৯৮৬ : ৮৯০-৮৯১)। শব্দদ্বৈতকে দ্বিরুক্ত শব্দে (বা পদে), শব্দদ্বৈত (বা পদদ্বৈত), যুগ্মশব্দে শব্দদ্বৈত, অনুকার বা বিকারজাত শব্দের যোগে শব্দদ্বৈত, ধ্বন্যাত্মক শব্দে শব্দদ্বৈত এই চারভাগে তিনি ভাগ করেছেন। (১৯৬৮:২৩০-২৩৬)। তিনি বাংলায় নামপদ ও অসমাপিকা ক্রিয়ার দ্বিরুক্তি ছাড়াও বিশেষ অর্থে সমাপিকা ক্রিয়ারও যে দ্বিরুক্তি হয়, সেটাকে বাংলা ভাষার অন্যতম লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য বলে উল্লেখ করেছেন (১৯৭৫:৬২)। বাংলা ভাষায় সাধারণ ক্রিয়ার ভাব বোঝাতে ধ্বন্যাত্মক বিশেষ্যের ব্যবহারের প্রাচুর্য লক্ষিত হয়। গুণ বা ভাববাচক বিশেষ্যরূপে ধ্বন্যাত্মক শব্দের ব্যবহার আছে।। বাংলার স্থাননামে ধ্বন্যাত্মক সংজ্ঞাবাচক বিশেষ্যের অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় কৃষ্ণপদ গোস্বামীর প্রবন্ধ ও গ্রন্থে (১৩৬৫:৬৫:৪:২৮১-২৯১, ১৯৮৪) এবং অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়-এর গ্রন্থে (১৯৮০:২৮৬-৮৯)। এইসব গ্রন্থ, প্রবন্ধ থেকে কিছু নিদর্শন উল্লেখ করা হলো। যেমন দমদম, বজবজ, খাখা (বীরভূম), বুদবুদ (বর্ধমান), কড়কড়িয়া (নদীয়া/বীরভূম), চকচকা (কোচবিহার), গনগনি (মেদিনীপুর), ঠকঠকি (পশ্চিম দিনাজপুর), দুলদুলি (২৪ পরগনা), বুদুল-বুদুলহাটি (হুগলী), ঝুনঝুনি (মেদিনীপুর), হড়নুড় (মেদিনীপুর) আইহাই, ঝিলিমিলি, লটপটিয়া, দলবলিয়া, কোলকোল, খড়খড়িয়া, গড়গড়িয়া, কুরকুরিয়া, উড়ুড়ি, ভেড়ভেড়ি, টংটঙ্গি, সিমসিমা, হলহলিয়া ইত্যাদি। এছাড়া নরনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের গ্রন্থে (১৪০৩:১৩৬-১৩৮) ও তরুণদের ভট্টাচার্যের গ্রন্থে (১৯৮৬:২০৮-২০৯) স্থাননাম বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে ধ্বন্যাত্মক শব্দ বা ধ্বনির অনুকরণে অথবা সামান্য পরিবর্তনে সৃষ্ট শব্দদ্বৈত (দ্বিরুক্ত) দৃষ্ট হয়। যেমন ডুঙডাঙ্, টরাঙ, ডুঙ্রি, টুঙ্রি ইত্যাদি। ধ্বনির অনুকরণে সৃষ্ট ব্যক্তিনাম। যেমন : জোজো, বুনবুন, মুনমুন, কুমকুম, মামমাম, টুমটুম, টুনটুন, টুলটুল ইত্যাদি। হাস্যরস সৃষ্টিতে ছড়া, গল্প, উপন্যাসে ধ্বন্যাত্মক সংজ্ঞাবাচক শব্দ পাওয়া যায়। যেমন : কাক্কেশ্বর, কুচকুচে, তুলতুলি, হিজিবিজবিজ ইত্যাদি। এছাড়া ধ্বন্যাত্মক সামান্যবাচক বিশেষ্য, ধ্বন্যাত্মক ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য, ধ্বন্যাত্মক গুণ বা ভাববাচক বিশেষ্য-এর প্রয়োগের বৈচিত্র্য বাংলা ভাষার বিশেষ বৈশিষ্ট্য।

বাংলার ধ্বন্যাত্মক শব্দের বা শব্দদ্বৈতের বিশেষণ রূপে ব্যবহারের প্রবণতা বেশি। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "বাংলাভাষায় বর্ণনাসূচক বিশেষ এক শ্রেণির শব্দ বিশেষণ ও ক্রিয়াবিশেষণ রূপে বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে..." (১৩৯১:৭৯)।

বাংলায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে ক্রিয়া বিশেষণ রূপে এই প্রকার ধ্বন্যাত্মক শব্দের প্রয়োগ হলেও নাম, সর্বনাম ও বিশেষণের বিশেষণ (নাম বিশেষণ) রূপেও প্রয়োগ আছে। কয়েকটি বিশিষ্ট রীতিতে ধ্বন্যাত্মক ক্রিয়া বিশেষণ-এর প্রয়োগ বাংলা ভাষার এক

বিশেষ লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। ধ্বন্যাত্মক সাধিত ধাতু, ধ্বন্যাত্মক সংযোগমূলক ধাতুর ব্যবহারও বাংলা ভাষায় লক্ষণীয়।

অভিজ্ঞতালব্ধ ধ্বনির অনুকরণ, মানসিক অবস্থা অথবা শারীরিক অনুভবের প্রতীকী ব্যঞ্জনা, আকস্মিকতা, বিভিন্ন প্রকার গতি দ্বিরুক্ত ধ্বন্যাত্মক শব্দ (অভিন্ন দ্বিরুক্তি ও বিকৃত দ্বিরুক্তি) বা একপদী ধ্বন্যাত্মক শব্দে বিশেষ্য, বিশেষণ 'করা' যোগে সংযোগাত্মক ক্রিয়া, 'করে' বা 'করিয়া' অসমাপিকা যোগে ক্রিয়াবিশেষণ, নামধাতু এবং নামধাতু অসমাপিকা ক্রিয়াবিশেষণ (সরকার, ১৯৯৪: খ. ৮৯-৯১) রূপে ব্যবহার বাংলা ভাষার এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য। আবার প্রায় একই ধ্বনিরূপ বিশিষ্ট ধ্বন্যাত্মক বা অর্থপূর্ণ শব্দের পুনরাবৃত্তি (ঐ:৯২) বা শব্দদ্বৈতের ব্যবহারও বাংলায় বিশেষভাবে লক্ষিত হয়। সেইসঙ্গে অনুকার বা বিকারজাত শব্দে জোড়া শব্দ অর্থাৎ অনুকার শব্দ (প্রথম শব্দ অর্থবহ, দ্বিতীয় শব্দ প্রথমটির প্রতিধ্বনির মতো, অর্থহীন ব্যঞ্জনাবহ)-এরও ব্যবহার আছে। ধ্বন্যাত্মক শব্দ, শব্দদ্বৈত, অনুকার শব্দের ব্যবহার বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে অপরিহার্য। বিচিত্র ভাবের ব্যঞ্জনা প্রকাশের ক্ষেত্রে এসব শব্দ প্রয়োগের গুরুত্ব বাংলা ভাষায় অপরিসীম। বাংলা ভাষার ধ্বন্যাত্মক (onomatopoeia), শব্দদ্বৈত (echoword), অনুকার শব্দ ব্যবহারের যে রীতি বা বৈশিষ্ট্য সেটা অনার্য ভাষায়ও লক্ষিত হয়। এইরূপ শব্দের প্রচুর প্রয়োগ আছে দ্রাবিড় ভাষাগুলিতে।

"তামিল ও অন্যান্য দ্রাবিড় ভাষায় অনুকারবাচক (Imitative words) এবং ধ্বন্যাত্মক শব্দের (Echo words) প্রয়োগ বিশেষভাবে লক্ষণীয় (মজুমদার; ১৯৯৫:২০২)।

"অন্যান্য দ্রাবিড় ভাষার মতো কন্নড় ভাষায় অনুকারবাচক (Imitative words) এবং ধ্বন্যাত্মক শব্দের (Echo words) প্রয়োগ যথেষ্ট। (ঐ:২১৬)।

বাংলা কচকচ শব্দের অর্থে মালয়ালম করুমুরা শব্দ, বাংলা থরথর শব্দের অর্থে তামিল পডাপডা শব্দ, বাংলা কড়মড় শব্দের অর্থে তামিল কড়াইক কডাইক শব্দের ব্যবহার হয় (দাক্ষী, ২০০১:৪)।

তামিল, মালয়ালম, কন্নড়, তেলুগু প্রভৃতি দ্রাবিড় ভাষায় ধ্বন্যাত্মক শব্দের ও শব্দদ্বৈত বা অনুকার শব্দের যেমন বহুল প্রয়োগ লক্ষিত হয়, তেমনি কোল, সাঁওতাল অন্যান্য মুণ্ডা ভাষায়ও (অস্ট্রিক গোষ্ঠীর ভাষা) ধ্বন্যাত্মক শব্দ, শব্দদ্বৈত, অনুকার শব্দের প্রাচুর্য দৃষ্ট হয়। ধ্বনির ঝংকার সৃষ্টিতে ধাতুর দ্বিরুক্তি এবং নামপদ রূপে খুব অল্প সংখ্যক ধ্বন্যাত্মক শব্দের ব্যবহার প্রাচীন ভারতীয় আর্য (বৈদিক, সংস্কৃত) ভাষায় লক্ষিত হয়।

মধ্য ভারতীয় ও নব্যভারতীয় আর্যে ধ্বন্যাত্মক শব্দের ধাতু রূপে প্রয়োগ হলেও মধ্য ও নব্যভারতীয় আর্য ভাষায় আধুনিক বাংলা ভাষার বিচিত্র ভাবদ্যোতক ধ্বন্যাত্মক, শব্দদ্বৈত, অনুকার শব্দের রীতি বা বৈচিত্র্যের পূর্বাভাস নেই। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেন :

"ধ্বন্যাত্মক শব্দ এবং শব্দদ্বৈত (বা পদদ্বৈত) ও অনুকার বা প্রতিধ্বনিশব্দ বাঙ্গালা ভাষার একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য—সংস্কৃতে অনুকার শব্দের বাহুল্য নাই, প্রতিধ্বনি-শব্দ অজ্ঞাত।" (১৯৭৫:৩৫৫)

অন্যান্য আর্যভাষার তুলনায় বাংলা ভাষায় ধ্বন্যাত্মক, শব্দদ্বৈত, অনুকার শব্দের প্রাচুর্য দৃষ্ট হয়। বাংলা ভাষার ধ্বন্যাত্মক, শব্দদ্বৈত, অনুকার শব্দ গঠনের রীতির সঙ্গে দ্রাবিড় ভাষার সাদৃশ্য আছে। বাংলা অনুকার শব্দ ঘোড়াটোড়া তামিল ভাষায় কুতিরই অতিরই হচ্ছে ঘোড়া বা সেই জাতীয় প্রাণী। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বাংলায় এই জাতীয় শব্দের উদ্ভবের পিছনে দ্রাবিড় ও কোল ভাষার প্রভাব লক্ষ করেছেন এবং অধিকাংশকে দেশি শব্দ বলে উল্লেখ করেছেন (১৯৮৬:১:১৭৫-১৭৬;২:৮৮৯-৮৯০) সেইসঙ্গে এই জাতীয় শব্দের ভাব প্রকাশের শক্তি অনার্য ভাষা থেকে প্রাপ্ত মনে করেছেন (১৯৭৫:৬১)। কৃষ্ণপদ গোস্বামী বাংলা ধ্বন্যাত্মক শব্দ, শব্দদ্বৈতের ব্যবহারের রীতির মূলে অস্ট্রিক উপাদানের উপস্থিতি এবং দ্রাবিড় ভাষার অনুরূপ Echo words শব্দের প্রয়োগের আছে উল্লেখ করেছেন (১৯৭৩:২৭৪)। মুহম্মদ শহীদুল্লাহ বাংলা ভাষায় শব্দদ্বৈতের প্রয়োগ বাহুল্য উল্লেখ করে সাঁওতালি ও অন্যান্য মুণ্ডা ভাষায় শব্দদ্বৈতের যথেষ্ট ব্যবহারের কথা বলেন (১৯৮১:৬০, ১৯৩১:৭১৯-৭২০)। পার্বতীচরণ ভট্টাচার্য বাংলা ভাষায় দ্রাবিড় ভাষার মতো অনুকার জাতীয় শব্দের প্রাচুর্যের উল্লেখ করেন। তার মতে "কটকট, খটমট, হিজিবিজি প্রভৃতি ধ্বন্যাত্মক এবং ভাবাত্মক কথাগুলি মুণ্ডামূল!" (১৯৯৮:৯৩,৯৯) বাংলায় ধ্বন্যাত্মক শব্দ ও দৃশ্যাত্মক শব্দ গঠনের পিছনে দ্রাবিড় ভাষার সক্রিয়তার এবং বাংলার অনুকার শব্দ দ্রাবিড় প্রভাবজাত বলে উল্লেখ করেন পরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য (২০০০:১২০) এবং বাংলা ভাষায় শব্দদ্বৈত অর্থাৎ জোড়া শব্দের ব্যবহারে মুণ্ডা ভাষার প্রভাব রয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন (ঐ:১১৬)।

Kuiper বাংলা ও সংস্কৃতে প্রচলিত ধ্বন্যাত্মক শব্দের উল্লেখ করেছেন, যা অনার্য গোষ্ঠীর ভাষা থেকে গৃহীত (১৯৪৮:১৮, ৮৭, ১০৭, ১২৭-১২৮)। গোপাল হালদার বাংলা ভাষার ধ্বন্যাত্মক (Onomatopoetic) শব্দ গঠন ও প্রতিধ্বনিমূলক ecoho words) শব্দ গঠনকে দ্রাবিড় ভাষাগুলির বৈশিষ্ট্যসূচক বলেছেন (১৯৯৩:৩২-৩৩)।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেন, বাংলা ভাষায় ধ্বন্যাত্মক শব্দ ও শব্দদ্বৈতের প্রাচুর্য ও গঠন রীতির বৈচিত্র্য অন্যান্য আর্য ভাষায় ও সংস্কৃতে নেই। "বাংলা ভাষায় এই ইঙ্গিত বাক্যের ব্যবহার যত বেশি, এমন আর কোনো ভাষায় আছে বলিয়া আমরা জানি না।" (১৩৯১:১২৩-১২৪)। অনির্বচনীয় ভাবের অভিব্যক্তি প্রকাশে এইরূপ শব্দ (ধ্বন্যাত্মক শব্দ ও শব্দদ্বৈত) প্রয়োগের বিচিত্র রীতিনীতি বাংলা ভাষার এক বিশেষ বিস্ময়কর বৈশিষ্ট্য বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেছেন (ঐ:৮৭, ১২৪)। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেন :

"বাংলা ভাষায় অনুকার শব্দের এই এক উদ্ভূত শক্তি—এই শক্তি বাংলা পেয়েছে এদেশের অনার্য ভাষাগুলির থেকে; সংস্কৃত বা আর্যভাষায় এই শক্তি নেই। (১৯৭৫:৬১)"।

শব্দদ্বৈত বা পদদ্বৈতের বিভিন্ন রূপে বিচিত্র অর্থে বাংলায় প্রয়োগ লক্ষ করে একে এক উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য এবং এর তুলনা সংস্কৃতে নেই বলে তিনি উল্লেখ করেছেন। (ঐ: ৬২)।

বাংলা ভাষায় ধ্বন্যাত্মক শব্দ, শব্দদ্বৈত বা অনুকার শব্দের গঠন রীতির মূলে দ্রাবিড় গোষ্ঠীর ভাষার সাদৃশ্য ও প্রভাব ব্যাপক রয়েছে বলে আলোচনায় উল্লেখ করা হয়েছে। সেইসঙ্গে এই জাতীয় অনেক শব্দই অনার্য অস্ট্রিক ও দ্রাবিড় গোষ্ঠীর ভাষা থেকে বাংলা ভাষায় উদ্ভূত হওয়ার কথা বলা হয়েছে।

বিভিন্ন বিশেষজ্ঞের অভিমত পর্যালোচনার ভিত্তিতে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, বাংলা ভাষায় ধ্বন্যাত্মক শব্দের ও শব্দদ্বৈতের ব্যাপক প্রয়োগ এক বিশেষ লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। সেই সঙ্গে এও লক্ষ করা যায় যে অস্ট্রিক ও দ্রাবিড় গোষ্ঠীর ভাষাগুলিতেও ধ্বন্যাত্মক শব্দ ও শব্দদ্বৈতের ব্যবহারের প্রাচুর্য; আর আর্য ভাষায় এইরূপ শব্দ প্রয়োগের স্বল্পতা। তাই বাংলা ভাষার ধ্বন্যাত্মক শব্দ, শব্দদ্বৈত প্রয়োগের মূলে অস্ট্রিক ও দ্রাবিড় গোষ্ঠীর ভাষাসমূহের প্রভাব ও সাদৃশ্যকে মেনে নিতে হয়।

সহায়ক গ্রন্থ ও পত্রিকা

গোস্বামী, কৃষ্ণপদ : ১৩৬৫ : "বাংলার গ্রামের নামে অনার্য ও দেশী উপাদান"। ৬৫ : ৪ : ২৮১-২৯১। সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা কলকাতা।

— ১৯৭৩ : বাংলা ভাষাতত্ত্বের ইতিহাস। কলিকাতা : ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ্ এডুকেশন।

চট্টোপাধ্যায়, নবনারায়ণ ১৪০৩, মানভূমি বাংলা উপভাষাতত্ত্বের ভূমিকা। কলিকাতা : মুক্তপ্রকাশ।

(বসুরায়, সুবোধকুমার ও নরনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় ১৯৯০) মানভূমি শব্দকোষ।

আঞ্চলিক বাংলা উপভাষার লৌকিক অভিধান। পুরুলিয়া : ছত্রাক প্রকাশনী।

চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র; ১২৮৫ : 'বাঙ্গালা ভাষা'। বঙ্গদর্শন ১২৮৫ : ৬ : ২:৮২-৯৩।

১৩৪৬: কলকাতা দি ন্যাশনাল লিটারেচার কোম্পানী।

— ১৯৭৩ : বঙ্কিম রচনা সংগ্রহ, ১ম খণ্ড, বাঙালীর উৎপত্তি, বিবিধ প্রবন্ধ। কলকাতা : স্বাক্ষরতা প্রকাশনা।

চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার; ১৯৬৮ : সরল ভাষা প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ। কলিকাতা : বাক্-সাহিত্য প্রাইভেট লিমিটেড।

— ১৯৭৫ : বাংলা ভাষা প্রসঙ্গে। কলকাতা : জিজ্ঞাসা। (১৩৬২-১৯৬৮; সাংস্কৃতিকী ১ম খণ্ড। কলিকাতা : বাক সাহিত্য।

ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ; ১৩৯১ : বাংলা শব্দতত্ত্ব। কলিকাতা : বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ।

ত্রিবেদী রামেন্দ্রসুন্দর; ১৩৫৬ : ৩:৬৮-৯০ : 'শব্দকথা' রামেন্দ্র রচনাবলী। কলাকাতা। "বাংলা শব্দতত্ত্ব" সম্বন্ধে মন্তব্য ৮:১:২৯-৩০ সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা। কলাকাতা।

দাক্ষী, অলিভা; ২০০১ : বাংলা ধ্বন্যাত্মক শব্দ। কলকাতা : সুবর্ণ রেখা।

বন্দোপাধ্যায়, অমিয়কুমার ১৯৮০:২৮৬-৮৯

পশ্চিমবঙ্গ গ্রামের নাম। কলকাতা : জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যাণ্ড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড।

বিদ্যাভূষণ, নকুলেশ্বর; ১৯৩৫:১০৯-১১৩ : ভাষাবোধ বাঙ্গালা ব্যাকরণ। কলকাতা : সংস্কৃত প্রেস।

ভট্টাচার্য, তরুণদেব; ১৯৮৬ : পুরুলিয়া। কলিকাতা : ফার্মা কে. এল. এম. প্রাইভেট লিমিটেড।

ভট্টাচার্য, পরেশচন্দ্র; ২০০০ : ভাষা বিদ্যা পরিচয় । কলিকাতা : জয়দুর্গা লাইব্রেরী ।

ভট্টচার্য, পার্বতীচরণ; ১৯৯৮ : বাংলা ভাষা । কলকাতা : জিজ্ঞাসা এজেন্সিজ লিমিটেড ।

মজুমদার, পরেশচন্দ্র; ১৯৯৪ : সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষার ক্রমবিকাশ । কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং ।

—১৯৯৫ : আধুনিক ভারতীয় ভাষা প্রসঙ্গে । ঐ

মজুমদার, বিজয়চন্দ্র : ১৩১১ : ১ : ৩৯-৪০ "দেশী শব্দ" কলকাতা : সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা ।

মিত্র, শ্রী পরিমলচন্দ্র ১৯৮৫ (১৩৯১); সাঁওতাল ভাষা : ভিত্তি ও সম্ভাবনা । কলিকাতা : ফার্মা কে এলএম প্রাইভেট লিমিটেড ।

মুহম্মদ, শহীদুল্লাহ; ১৯৮১ : বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত । ঢাকা : রেনেসাঁস প্রিন্টার্স ।

— ১৯৩১ "Manda Affinities of Bengal" Proceeding of All India (Sixth) Oriental Conference : Patna. 1931 : 715-721.

সরকার, পবিত্র, ১৯৯৪ : ভাষা জিজ্ঞাসা । কলকাতা : বিদ্যাসাগর পুস্তক মন্দির ।

হক, এনামুল; ১৯৯৩ : মুহম্মদ এনামুল হক রচনাবলী (দ্বিতীয় খণ্ড) ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ঢাকা ।

হালদার, গোপাল; ১৯৯৩ : ভারতের ভাষা । কলিকাতা : মনীষা ।

Kuiper, F. B. J. 1948. 127-128 Proto Munda Words in Sanskrit. Amsterdam : Noord. Holland sch.

Whitney, William Dwight : 1955 : A Sanskrit Grammar. London : Oxford University Press.

Mazumder, Bijoy Chandro; 1927 : The History of Bengali Language : Calcutta : Calcutta University Press.

Burrow, T.; 1973 : Sanskrit Language. London : Faber & Faber.

1986 : The Origin and Development of the Bengali Language 1.2. Calcutta: Rupa Co.